সন্ত্রাসবাদী!

তেজেন্দ্র লাল মজুমদার

মেয়েটির নাম কনকলতা দাসী। স্বামীর নাম হানিফ মোহম্মদ। আদিবাস পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যবাটিতে। ইদানীং বিলাসপুরের ইটখোলায় থাকে।

—একটু চাপ দিতে মেয়েটি গড়গড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা ইটখোলার মাটি মিহি করার কাজ করি। ঠিকাদার থাকার জন্য দরমার বেড়া দিয়ে একটা ঝুপড়ির মত বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা দু'জনে সেখানে রয়েছি।

—পুলিশ সাবইন্‌সপেক্টর মিশ্রজী বললেন, তা না হয় রয়েছ তবে তুমি হিন্দু, তোমার পতি দেবতাটি মুসলমান। তোমাদের বিয়ে হল কি করে?

—মেয়েটি মানে কনকলতা হেসে ফলল। কি যে বলেন বাবু? আজকাল এমনি বিয়ে তো আকছার হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী কি অসবর্ণে বিয়ে করেননি? তাছাড়া ওই যে সিনেমা করেন ঠাকুর বাড়ির এক বাঙালি ভদ্রমহিলা। উনিও তো শুনেছি মুসলমানকে বিয়ে করেছেন।

—চোপ রও। মিশ্রজী কনকলতা দাসীকে ধমকে দিলেন, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

—আজ্ঞে বড় কথা আমি কোথায় বললাম? আমি তো শুধু বলতে চাইছি যে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমান ছেলের বিয়ে আমাদের দেশে আজকাল নতুন কিছু নয়। এমনি বিয়ে তো আকছার হচ্ছে।

— তা হোক। তোমার স্বামী অর্থাৎ হানিফ মোহম্মদের পশ্চিমবঙ্গের বাড়ির ঠিকানাটা তুমি আমাদের দাও দিকি। আমরা আগে ওখানকার পুলিশকে লিখে যাচাই করে দেখি যে হানিফ মোহম্মদ সত্যি সত্যি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা কিনা। তা না পেলে তোমাদের এই তল্লাটে থাকতে দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

—কনকলতার কণ্ঠস্বর এক ধাপ উপরে উঠল। আজ্ঞে কি যে বলেন? আমরা বৈদ্যবাটির লোক নই তা কি করে হয়? বৈদ্যবাটির রথতলায় আমাদের তিন পুরুষের বাস। আমার মা নয়নতারা দাসী। ঠাকুরমা মোক্ষদা সুন্দরী। ওরা দুজনেই বৈদ্যবাটিতে গঙ্গারঘাটের লাগোয়া মিত্তির বাড়িতে ঝি-এর কাজ করতেন। বলি বৈদ্যবাটিতে কে না চেনে আমাদের?

—মিশ্রজী খেঁকিয়ে উঠলেন। দ্যাখো মোগল বংশের মত তোমাদের বিরাট দাসী বংশের ফিরিস্তি তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাইনি। তুমি যে হিন্দু তা তোমার হাতের শাঁখা, নোয়া আর পলার চুড়ি দেখে আমি আঁচ করতে পারছি। তার উপর তোমার সিঁথিতে দেখছি সিঁদুরও রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমার স্বামী হানিফ মোহম্মদকে নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে ওর বাড়ি কোথায়? তোমাদের কোথায় বিয়ে হয়েছিল?

—আচ্ছা এই কথা। কনকলতা একটু বিরতি নিয়ে সংযত হল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, দেখুন আমাদের বৈদ্যবাটি থেকে জি.টি. রোডের পাকা রাস্তা গেছে ভদ্রেশ্বর হয়ে চন্দননগরের দিকে। এই রাস্তা ধরে বৈদ্যবাটি থেকে একটু এগোলে রাস্তার পাশে রুটি খাওয়ার একটা অবাঙালি ধাবা পড়ে। আমি ওই ধাবায় বাসনপত্র ধোয়ার কাজ করতাম। আমার স্বামী ধাবার সামনে বড় রাস্তার ধারে ডাব বিক্রি করতেন।

—আর সেখানে ওর হাত থেকে ডাবের মিষ্টি জল খেয়ে তোমাদের দু'জনের মধ্যে পীরিতি জন্মায় ঠিক কিনা বলো? মিশ্রজীর কণ্ঠস্বরে ব্যাঙ্গের অনুরণন। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, দ্যাখো তোমার এসব ন্যাকামি শোনার মত ধৈর্য কিংবা সময় দু'টিই আমার নেই। এবার আমাকে সোজাসুজি বলো, তোমার ওই হানিফ মোহম্মদ কোথাকার লোক? ও কি পশ্চিমবঙ্গের লোক? না বাংলাদেশ থেকে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে?

—কনকলতা কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে রইল।

মিশ্রজী বললেন, উঁহু তোমার চুপ ক'রে থাকলে চলবে না কনকলতা। আমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিলে তোমাদের দু'জনকে আমি হাজতে বন্ধ ক'রে দেব।

—আজ্ঞে হাজতে বন্ধ করে দেবেন? কেন আমরা কি অন্যায় করেছি? আমরা হচ্ছি যাকে বলে দিনমজুর। মেহনত মজদুরী করে দিন আমি, দিন খাই। আমরা তো কারুর সাতে পাঁচে থাকি না বাবু।

—সাতে পাঁচে থাকো না। তবে একে তুমি কি বলবে? তোমার হানিফ মোহম্মদের বাংলাদেশ থেকে এই দেশে অনুপ্রবেশ করতে তোমার মত একটি সাধারণ বাড়ির মেয়েকে ফুসলে তাঁকে নিয়ে অন্য রাজ্যে এসে স্বামী স্ত্রীর মত বাস করাকে তুমি কি বলবে?

—আজ্ঞে ও অত মন্দ লোক নয় বাবু। আজ দু'বৎসর হতে চলেছে ওর সঙ্গে আমি ঘর করছি। ওর মধ্যে আমি তো কখনও খারাপ কিছু দেখিনি। আমরা দু'জনে হলাম গিয়ে খেটে খাওয়া গরিব মানুষ। আপনাদের মত আইনকানুন আমরা কি করে জানবো বলুন। আপনি আমাদের গরিবের উপর একটু দয়া করুণ বাবু।

মিশ্রজী বললেন, দয়া করবো বলেই তো হানিফ মোহম্মদকে পশ্চিমবঙ্গের বাড়িঘরের ঠিকানা আমরা জানতে চাইছি। ও যদি সত্যি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হয় তবে তা জেনে নিতে আমাদের অসুবিধে হবে না। আর পশ্চিমবঙ্গের লোক না হলে ওকে আমরা তুলে নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে ছেড়ে আসবো।

—বাংলাদেশ সীমান্তে ছেড়ে আসবেন? আমার তাহলে কি হবে বাবু? আজ দুমাস থেকে আমি পোয়াতি। ও চলে গেলে আমাকে ওই বিদেশ বিভুঁয়ে কে দেখবে বাবু? আমি কাকে নিয়ে থাকবো?

—বিদেশ বিভুঁই। আমাদের এই বিলাসপুর জেলা তোমার জন্য বিদেশ বিভুঁই হল? আর হানিফ মোহম্মদের জন্য স্বদেশ হল? একটু থেমে মিশ্রজী আবার বললেন, হানিফ মোহম্মদ কোথায় গেছে? ওকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

—থানায় যেতে হবে?

—হ্যাঁ, থানায় যেতে হবে?

—কিন্তু বাবু, ওতো কোন দোষ করেনি।

—দোষ করেনি? অন্য দেশ থেকে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই দেশে অনুপ্রবেশ করায় কি তুমি দোষ পাও না?

কনকলতা হয়তো আরও কিছু বলতো, কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে মিশ্রজী হুমকি দিয়ে বললেন, হানিফ মোহম্মদ কোথায় গেছে? ওকে তাড়াতাড়ি এখানে জারি করো বলছি।

—কনকলতা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের ইটখোলার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, ওগো শুনছ?

—উত্তর এল, যাই।

—থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছেন। তোমাকে এক্ষুনি ডাকছেন।

—হানিফ মোহম্মদ ছুটে এসে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?

—দারোগাবাবু তোমার দেশঘরের ঠিকানা জানতে চাইছেন।

—পরিধানে সাধারণ ছিট কাপড়ের একটা লুঙ্গি। সারা শরীর থেকে দরদর করে ঘাম বইছে। হানিফ মোহম্মদ এসে অভিবাদনান্তে সামনে দাঁড়াতে মিশ্রজী প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তুমি হানিফ মোহম্মদ? পশ্চিমবঙ্গে তোমার বাড়ি কোথায়?

—হানিফ মোহম্মদ আমতা আমতা করে বলল, আজ্ঞে আমার আবার বাড়িঘর? ওখানে আসার আগে আমি হুগলি ভদ্রেশ্বরে থেকে ডাব বিক্রি করতাম।

—সে সব আমি শুনেছি। আমি জানতে চাইছি পশ্চিমবঙ্গে তোমার দেশ বাড়ি কোথায়?

—দেশবাড়ি তো আমার কোথাও নেই হুজুর। যখন যেখানে থাকি সেখানেই আমার দেশ।

—মিশ্রজী চেঁচিয়ে উঠলেন, এসব বুজরুকি চলবে না বলছি। সোজাসুজি উত্তর দাও, তুমি বাংলাদেশের লোক কিনা?

আজ্ঞে কর্তা, আমি বাংলাদেশের লোক কেন হতে যাবো? ছোটবেলায় আমার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মা হাওড়া থেকে চন্দননগর পর্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতেন। আমিও মায়ের সঙ্গে কখনও হাওড়ায় থেকেছি, কখনও চন্দননগরে। একটু বড় হয়ে আমি ভদ্রেশ্বরে কিছু দিন ডাবের ব্যবসা করি। তাতে জুৎ হচ্ছে না দেখে সবশেষে আমি পরিবার নিয়ে এখানে চলে এসেছি।

—বাঃ তোমার কথাবার্তায় তো দেখছি দারুণ পরিপাটি রয়েছে। পরিবার নিয়ে এখানে এসেছ, না অন্যাজাতির একটি মেয়েছেলেকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছ?

আজ্ঞে সে তো একই কথা হল।

—না, একই কথা হল না, পরিবার নিয়ে আসা আর অন্যজাতের মেয়েছেলেকে নিয়ে পালিয়ে আসা কথা দুটির মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। বাংলা বললেই সবাই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হয় না। দ্যাখো তোমাকে নিয়ে গিয়ে মারধার করি আমার তেমন ইচ্ছা আদৌ নেই। তাই সত্যি সত্যি বলো তো বাবু তুমি কি বাংলাদেশের বাঙালি?

—আমি বাংলাদেশের বাঙালি কেন হবো? বাংলাদেশের হলে হুগলী জেলার লোকেরা কি আমাকে ভদ্রেশ্বরে থাকতে দিতেন?

—মিশ্রজী হানিফ মোহম্মদের আপাদমস্তকের উপর ভাল করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, তুমি দেখছি শুধু চালাক নও, ধূর্তও বটে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কথায় বিশ্বাস করে আমরা না হয় হুগলি জেলার এস.পি.কে চিঠি লিখে তোমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিচ্ছি। উনি আমাদের জানাবেন তুমি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা কিনা? তবে হ্যাঁ, বিদেশী নাগরিকের আমাদের দেশের মধ্যে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা অপরাধ বলে তোমাকে আপাতত কিছুদিন জামিন থাকতে হবে। তোমাদের ইটখোলার মালিক কোথায়? ওকে এখানে একবারটি ডাক দেখি। উনি তোমার জমানত নিলে তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারি। তা না হলে তোমাকে আপাতত কিছুদিন পুলিশ হাজতে থাকতে হবে।

—কনকলতা ডেকে আনতে ইটখোলার মালিক আজমানীবাবু হন্তদন্ত করে ছুটে এসে হাত জোড় করে বললেন, এসব জামিনের ঝুট ঝামেলায় আমাকে আবার টানটানি কেন স্যার: দেখুন আমি হচ্ছি বুড়ো ছাপোষা মানুষ। ইটের ব্যবসা করে সংসার চালাই।

—পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর সুমন্ত মিশ্রের মেজাজ সপ্তমে চড়ল। দেখুন অত ভনিতার প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি বলুন আপনি এই হতচ্ছাড়ার জামিন নিচ্ছেন কিনা? আপনি জামিন না নিলে একে আমি হাতকড়া লাগিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবো। বেটা বিদেশী নাগরিক। চোরাপথে আমাদের দেশে ঢুকেছে। একটি হতভাগিনী মেয়ের সর্বনাশও করেছে।

—আজমানীবুব স্পষ্ট শব্দে বললেন, না স্যার আমি এসব ঝামেলায় পড়ছি না। আপনাদের আইন যা বলে আপনি তাই করুন।

সুমন্ত মিশ্রজী এক হ্যাঁচকা টানে হানিফ মোহম্মদকে নিজের সামনে টেনে আনলেন। বললেন, কই হাত দেখি তো তোমার।

—নিমেষে কনকলতা সাব ইনস্পেক্টর মিশ্রের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল। দু'হাতে তার ডান পায়ে সজোরে চেপে ধরে সে কেঁদে কেঁদে বলল, আমার উপর এত বড় অবিচার করবেন না বাবু। আপনি আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেলে আমি পোয়াতি মহিলা এখানে কার ভারসায় থাকবো?

—মিশ্রজী বিরক্তি আর ঘৃণায় কনকলতার হাত থেকে নিজের পা'কে ছাড়িয়ে নিলেন। এই গায়ে হাত দিও না বলছি। তোমার যা বলার দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল।

কনকলতা বলল, আমি কি আর বলবো বাবু? এই অচেনা জায়গায় একে ছাড়া আমি থাকবো কি করে?

—কেন এতদিন যেমন ছিল তেমনি থাকবে।

—আজ পর্যন্ত একটি দিনও বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও থাকিনি। আমি তাই হাত জোড় করে বলছি বাবু, ওকে আপনি যেন নিয়ে যাবেন না। আপনার জামিন নেবার লোক চাই তো আমি না হয় জামিন হচ্ছি। আপনি যখন বলবেন তখন ওকে আমি সঙ্গে করে থানায় নিয়ে আসবো।

ষ—মিশ্রজী বললেন, তুমি জামিন কি করে হবে? তোমার নামে তো কোন বিষয় সম্পত্তি নেই। যে জামিন নেবে তার দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকার।

—কনকলতা বলল, আমার ক্ষমতা নেই বলচেন বাবু? আমার কথা ছাড়া ও এক পাও এখান থেকে নড়বে না।

—তোমার এতই যখন ক্ষমতা তখন ওকে সত্যি সত্যি বলতে বলো দিকি ও বাড়ি কোন বাংলায়?

—বাবু বিশ্বাস করুন ও ভদ্রেশ্বরের লোক। এখানে আসার আগে প্রায় বছর দেড়েক তো আমিই ওকে ভদ্রেশ্বরে ডাবের দোকান করে থাকতে দেখেছি।

—সাব ইনস্পেক্টর মিশ্র গাত্রোত্থান করলেন। শোন হানিফ মোহম্মদকে নিয়ে আমি আপাতত থায়ান যাচ্ছি। তোমার শেষ পর্যন্ত যদি জামিন নেবার কোনো উপযুক্ত লোক জোটে, তবে তাকে নিয়ে তুমি থানায় এসো।

—কনকলতা পথ বোধ করে দাঁড়াল। বাবু দয়া করে আমার কথাটা একবার ভাবুন। আপনার মেয়ের এমনি পরিস্থিতি হলে আপনি কি করতেন?

—আমি তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম।

—কনকলতা কেঁদে ফেলল। জানেন বাবু, আমি একা মেয়েছেলে এখানে এই দরমার বেড়া দেওয়া ঝুপড়িতে পড়ে রয়েছি দেখলে আপনি যেতে না যেতেই রাজ্যের লুচ্চা আর লম্পট এখানে জড়ো হবে। সেইসব হিংস্র নরপশুদের ছোবল থেকে আমি নিজেকে আর পেটের বাচ্চাকে বাঁচাবো কি করে?

—মিশ্রজী কনকলতার আকুতিতে ভ্রুক্ষেপ না করে হানিফ মোহম্মদকে ধরে নিজের জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার হঠাৎ মনে পড়ল, আজ সকালে যে বাঙালি ছেলেটি তাকে থানায় এসে হানিফ মোহম্মদের খবর দিয়েছিল, সে বলেছিল যে বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ দুটো বাংলাভাষী অঞ্চল হলেও এই দু অঞ্চলের বাংলা ভাষার মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। হানিফ মোহম্মদের সঙ্গে বাংলায় একটুক্ষণ কথা বললেই যে কোনো বাঙালি বলে দেবে যে তার কথায় বাংলাদেশের টান রয়েছে।

—মিশ্রজী নিজে বাংলা জানেন না, তিনি মনস্থির করে ফেললেন যে হানিফ মোহম্মদকে থানায় নিয়ে যাবার পর তিনি না হয় দু'চারজন বঙ্গবাসী ডেকে তাদের সঙ্গে এর কথা বলিয়ে দেবেন। তাতে নিশ্চয়ই জানা যাবে যে হানিফ মোহম্মদের কথায় বাংলাদেশের টান রয়েছে কিনা?

—কনকলতা কেঁদে কেঁদে বলল, বাবু গরিবের উপর দয়া করুন। ওকে আপনি ধরে নিয়ে গেলে এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমি আর পেটের বাচ্চা নির্ঘাৎ মারা পড়বো।

—মিশ্রজী নির্বিকার ঔদাসীন্যে কনকলতার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার মনে পড়ল, পুলিশ সুপারের অফিস থেকে সম্প্রতি প্রত্যেক থানায় সার্কুলার এসেছে যে ভারতের প্রতি রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের খুঁজে বার করতেই হবে।

সাব ইনস্‌পেক্টর মিশ্র মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি এবার পুলিশ সুপারের সামনে ছাতি টান করে বলতে পারবেন, ইয়েস স্যার, আই হ্যাভ্ ডান ইট্। আমি বাংলাদেশের এক আত্মগোপনকারী অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে নিয়ে এসেছি। এই লোক শুধু অনুপ্রেশকারী নয়, সন্ত্রাসবাদীও। অনেক বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

—মিশ্রজী প্রসন্নচিত্তে জিপে উঠতে যাবে তক্ষুণি কনকলতা আবার এসে তার সামনে দাঁড়াল। বাঁ হাতে কনকলতাকে সরিয়ে দিয়ে মিশ্রজী জিপে এসে বসলেন। ড্রাইভারকে আদেশের সুরে বললেন, থানায় চলো।

হানিফ মোহম্মদকে নিয়ে জিপটি বিলাসপুর থানার দিকে ঝড়ের বেগে ছুটতে আরম্ভ করল।